প্রথম আলো

তারিখ 03 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম 2

বাড়তি ভর্তি হচ্ছে দুই হাজারের বেশি

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মোশতাক আহমেদ ●

রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে 'কিছুসংখ্যক' অতিরিক্ত ভর্তির কথা বলা হলেও বিজ্ঞাপিত পদের চেয়ে ২ হাজারেরও বেশি অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু করেছে প্রতিষ্ঠানটি। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণিতেই অধিকাংশ শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে।

গতকাল মঙ্গলবার অতিরিক্ত ভর্তি-সংক্রান্ত কাজ হয়েছে। তদবির ও টাকার বিনিময়ে নির্দিষ্ট তালিকা অনুযায়ী কয়েক দিনের মধ্যে এই ভর্তির কাজ শেষ করা হবে বলে প্রতিষ্ঠানের সূত্রগুলো জানিয়েছে।

বিজ্ঞাপন অনুযায়ী চলতি শিক্ষাবর্ষে তিন শাখায় (মতিঝিল, মুগদা ও বনশ্রী) প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ৪ হাজার ৩৪০টি আসন শূন্য ঘোষণা করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপিত আসন অনুযায়ী প্রথম শ্রেণিতে লটারি ও অন্যান্য শ্রেণিতে পরীক্ষা নিয়ে ভর্তির কাজ শেষ করা হয়েছে।

এখন বিজ্ঞাপিত পদের বাইরেও প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ২ হাজারের বেশি অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। স্কুলের একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রায় ২ হাজার ২০০ শিক্ষার্থী ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। এখন শেষ পর্যন্ত কত ভর্তি করা হয়, সেটা ভর্তির পর নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব হবে। তবে সেটা ২ হাজারের বেশি হবে।

বিষয়টি নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হলেও ভয়ে কেউ মুখ খুলছেন না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক *প্রথম আলোকে* বলেন, এভাবে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হলে শ্রেণিকক্ষে ঠিকমতো পাঠদান করানো সম্ভব নয়। ফলে মানও ঠিক রাখা যাবে না।

জানতে চাইলে প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি পরিচালনা কমিটির অধীনে চলেন। তাই পরিচালনা কমিটি যে সিদ্ধান্ত দেয়, সেটা তিনি মেনে চলেন। পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে।

অভিযোগ উঠেছে, নীতিমালা লঙ্ঘন করে টাকার বিনিময়ে ও তদবিরের মাধ্যমে এসব শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। এই কাজে পরিচালনা কমিটির একাধিক সদস্য ভূমিকা রাখছেন। পরিচালনা কমিটি ও স্কুল সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাসহ সরকারি পর্যায়ের কিছু ও রাজনৈতিক পর্যায়ের কিছু তদবিরকে সামনে দেখিয়ে বাকিগুলো মূলত টাকার বিনিময়ে ভর্তি করা হচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক *প্রথম আলোকে* বলেন, পরিচালনা কমিটির সদস্যরা স্কুলগুলোর শ্রেণিকক্ষসহ অন্যান্য অবকাঠামো ঘুরে দেখেছেন। সেই অনুযায়ী এখন আবেদন ফরমগুলো বাছাইয়ের কাজ চলছে। ভর্তির জন্য ইতিমধ্যে যারা আবেদন করেও ভর্তি হতে পারেনি, এমন শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ভর্তি করার কথা বলা হলেও পুরো প্রক্রিয়াটিই অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় হচ্ছে।

অভিযোগ উঠেছে, সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। ২০১৩ সালেও এ স্কুলে দেড় হাজারের বেশি অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছিল। ২০১২ সালে বিভিন্ন শ্রেণিতে ১ হাজার ৫৫০ জন অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয় বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের (ডিআইএ) এক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল। এ নিয়ে তখন গণমাধ্যমে লেখালেখি ও অভিভাবকদের সমালোচনার মুখে গত দুই বছর অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়নি।

জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক ও ঢাকা মহানগর ভর্তি তদারক কমিটির আহ্বায়ক ফাহিমা খাতুন *প্রথম আলোকে* বলেন, বুধবার (আজ) ওদের (স্কুল কর্তৃপক্ষ) ডাকা হচ্ছে। তাদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কারণ, এভাবে ভর্তি কোনোভাবেই ঠিক নয়।